

ভূমিকা ।

সাহিত্য-সংসার মধ্যে কাব্য একটা মনোহর পুষ্পোদ্যান স্বরূপ ; তাহাতে বিমল পরিমল পরিপূরিত পদ-প্রসূন রাজ্যী সর্বদা বিকসিত হইয়া সুরাসিক ভাবুক ভ্রমণকারীর চিত্ত অল্পরঞ্জিত করে । আমি একদা ভাবুক ভানে ঐ মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে প্ররুত হইলাম । কন্টে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি, চতুর্দিকে নীল, পীত, লোহিত, হরিত রাগ-রঞ্জিত সুগন্ধ-কুসুম-সম্পাদ-পাদপ প্রভৃতি গর্বে শোভা বিস্তার করিতেছে, কোন স্থানে চাঁদ কুসুম-সমূহ ভূতলে নিচিত রহিয়াছে, কোথাও বা রচিত কুম-স্তবক ও পাদপ মালা বিন্যাস বহিষ্কৃত । দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক-ভকণ রজ্জ্ব প্রভৃতি সামান্য সামগ্র্যাদি লোক দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সস্ত্রীর ভাব স্বীকৃতিতে মালা গ্রহণ করিতেছেন, কেহ আনন্দে স্তবক বিন্যাস করিতেছেন, কেহ বা কুসুম অপচয়ন করিতেছেন । তদদর্শনে আমার স্পর্শই প্রতীয়মান হইল যে, যে সকল মালা ও স্তবক ইত্যন্তঃ পাতিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মধ্যেই কেহ না কেহ প্রস্তুত করিয়াছেন ; আর যাহারা যত্নে কুসুম চয়ন করিতেছেন তাঁহারা ই মালা কি স্তবক প্রকার অতিপ্রায়ে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া ভূতলে রাখিয়াছেন, এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর আহরণ করিতেছেন । এই সকল বিলোকে আমিও মালা-রচনাভিলাষী হইয়া কুসুম-সংগ্রহে প্ররুত হইলাম । কথিত উদ্যানমধ্যে কুসুমের অভাব

নাই, অতএব অম্পায়াসেই অধেষ্ট পুষ্প সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম ; কিন্তু অপটুতা-নিবন্ধন কোনটীর বা দল, কোনটীর বা রস্তু ছিন্ন হইয়া গেল । তাহাতে ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিতে পরাধুমুখ না হইয়া ভাব-স্বত্র যোগে মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম । ইহাতেও নানারূপ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত দল, ও রস্তু ছিন্ন হইয়াও গেল, এবং অধিকাংশ দলিত হইয়া মধুর গন্ধ তিক্তে পরিণত হইল, ভাব-স্বত্রও ফুরাইয়া গেল, স্বতরাং মালা সংকীর্ণ, কুৎসিত, ও পুতিগন্ধ বিশিষ্ট এক অপূর্ণ পদার্থ হইল । যদিও তাহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলাম তথাপি অধাবসায় ভঙ্গ হইল না, কি সেই অপূর্ণ মালা সাধারণ সমীপে উপহার স্বরূপে উপস্থিত করিতে অক্ষমাত্র সঙ্কচিত হইলাম না, কারণ বঙ্গবাসী বিজ্ঞ জনগণ কক-গাজ্র হইয়া আমার ক্ষোভ ও দুঃখাপনোদনের জন্যই হউক, কি প্রথম উদ্যমে উৎসাহ দানের জন্যই হউক, অথবা রচনার উৎকর্ষাপকর্ষের উপর দৃকপাত না করিয়া কেবল উপকরণ সামগ্রীর উপাদেয়তায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে মার্জনা করিলেও করিতে পারেন । সেই সাহসে এই ক্ষুদ্র “রিপু-বিহার” নামক গ্রন্থখানি সাধারণ সমীপে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম । এবং স্মৃধীগণের অভিপ্রায় জানিতেও আশ্রয় সহকারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম ।

কলিকাতা

কালীপুর

১২৭৮ সাল

২লা বৈশাখ

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী ।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ।

শ্রীমদ্রাজি-স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত
হতভাৱণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা
প্রকাশনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম
না। উক্ত মহোদয় যথেষ্ট জ্ঞানস্বীকার
করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সং-
শোধন করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত
করিতে বিরত ছিলাম, কিন্তু গান্ধীজী-
লার স্কুলের মেম্বার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ
রায় চৌধুরী মহাশয়ের আমোদ বর্জন্যার্থে
মুদ্রাঙ্কিত করিতে কাধা হইলাম।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী ।
গাবা ।

কম্পনা দেবীর প্রতি ।

হে দেবি কম্পনে মাতঃ! পীযুষ-ভাষিণী,
প্রবৃত্ত হইয়াছিনু তব উপাসনে ;
যে বর দিয়াছ মোরে, মানস ভোষিণী,
বুঝন তাহার গুণ গোড়-জনগণে ।

রিপু-বিহার ।

তুল না কারণ মুখে, সকল-কারণে ।
কারণ কারণ তাহে, কারণ হরণে ॥

অখিল-কারণ, নিখিল-তারণ,
কম্পাতীত সনাতন ।

অম্প কম্পনায়, এই সমুদায়,
ক্রীড়া-কম্পে মুকম্পন ॥

কল্যাণ জগত সৃষ্টি আদি যত,
এক জারা বোমচর ।

করিয়া সৃজন. নিত্য নিরঞ্জন,
বিভু সৰ্ব-শক্তিধর ॥

সুসজ্জিতে সৃষ্টি. করিলেন সৃষ্টি,
নানা বস্তু মনোহরে ।

যথা চিত্রকার, চিত্রিয়া আকার,
রাগেতে রঞ্জন করে !

কারণ—ইন্দ্রিয়, বীজ, মদ্য, হেতু বা নিমিত্ত, দেহ
রাগেতে—বর্ণধারণ ।

রিপু-বিহার ।

ঘোর ঘন ঘটা, তাহে তড়িৎ ছটা,

নির্ঘোষে অস্বর-দেশে ।

করক কলিত, বর্ষে নিয়মিত,

আশু ঈশ্বর-আদেশে ॥

নিরূপিত ক্রমে, যড় কতু ভমে,

রমণীয় ভাব ধর ।

সজল সাগর, নদী সরোবর,

গৈরিক মিশ্রিত ঝর ॥

পার্বত সকল, পাদপ পটল,

তৃণ, লতা, শোভাময় ।

বস প্রসূ ফল, গ্রহন সদল,

স্থলজ জলজ দ্বয় ॥

কাঁটাদি বিহঙ্গ, উরগ পাতঙ্গ,

নানাবিধ জীবগণ ।

সৌসাদৃশ্য দেহ, নাহি হয় কেহ,

ভিন্ন বৃত্তি ভিন্ন মন ॥

"ধর্ম অর্থ কাম, শুভ তিন নাম,"

বিবেক বিজ্ঞান বল ।

গৈরিক—রক্তবর্ণ স্মৃতিকা

উরগ—দর্প ।

রিপু-বিহার

৩

ক্রমেতে সৃজন, ষড়বর্গগণ.

কাম আদি রিপুদল ॥

বর্ণনা অতীত, হইলে রচিত.

অনুপম সমুদায় ।

যথা রীতিমত, জীব আদি বত,

রাখে মন প্রভু-পায় ॥

কেবল দুরন্ত, রিপু বলবন্ত,

হইল বিদ্রোহী নবে ।

মিলি ছয় জনে, ভাবে একমনে,

সৃষ্টি নষ্ট কিসে হবে ॥

কাম,—কমনীয় কায় কাঙ্ক্ষি, কাকন নাঙ্ক-

তাহে, কনুকণ্ঠে দ্বালারূপে, কুসুম কলন ॥

নানা, আভরণ সুশোভন, সুমধুর স্বর !

মধে, সতত সুরতে রত, ললনা নিকর ॥

কোপ,—বিশাল সাগরের সম শরীর গঠন ।

সদা, দুর্নীত, ঘূর্ণিত ঘন, লোহিত লোচন ॥

ভীম, অসি-চর্ম-ধারী অঙ্গ, আয়সী বেকন ।

বর্মে, কড় মড় কড়কড়ে ভীষণ দশন ॥

আয়সী—লৌহময় কবচ ।

লোভ,—লম্বোদর, দীর্ঘদেহ, বিলোল রসন ।

শোভে, শরীরে বসন ভাল, বিবিধ ভূষণ ॥

ভয়, আশা নিবারণ নহে, মানস বিকল ।

কিসে, পাইব প্রচুর কবে, ভাবিছে কেবল ॥

মোহ,—যুদ্ধাগত অহোরাত্র, ক্রিয়াশূন্য কায় ।

কিছু, নাহি জানে কি ঘটেছে, ঘটিবে শয় ॥

মাত্র, ক্ষণকাল সচেতন, বিলাস-সময় ।

পরে, অগ্নের অধিকতর, অচেতন হয় ॥

মন,—মত্ত সদা মধু পানে, আরক্ত নয়ন ।

কভু, মনের হরিসে হাসে, কখন রেদিন ॥

টলে, টলটল মুহুমুহুঃ, চরণযুগল ।

টলে, টলটল অবিরল, দেহে নাহি বল ॥

তব, উন্নমিত গ্রীবা বক্র, মনে গর্জ জ্বলে ।

সদা, বাসনা সকল জীবে পদতলে দলে ॥

ক্ষীণ, মাৎস্য্য শরীর স্থি, মরের বিপদে ।

নাহি, ধর্ম্মার্থ ভয় ক্ষুদ্র, পরের সম্পদে ॥

অগ্নে, পূরাইতে মনবাঞ্ছা, অবনি উপর ।

কিন্তু, বিরত বিভূর ভয়ে, বিরক্ত অন্তর ॥

কুজনিছে—ডাকিতেছে ।

কুমুদবান্ধব—চন্দ্র ।

সকাশে—সমীপে, নিকটে ।

কুতুকিনী—আল্লামিতা ।

কৌয়দী—জ্যোৎস্না ।

সরসী—জলাশয় ।

কমল—জল, পদ্ম ।

এক দিন ষড় রিপু একত্র হইল ।
 নিজ নিজ মনোভাব, প্রকাশ করিল ।
 কান কহে প্রকৃতির, কমনীয় ভাব ।
 হেরিয়া হারাই চিত, স্বভাব প্রভাব ॥
 রঞ্জন নিকুঞ্জবনে, শোভাময় শাখী ।
 তরুণেরে কুতূহলে, কুজনিছে পাখী ॥
 প্রভূত প্রশ্ন-রেণু, সুরভি প্রকাশে ।
 সমীরণ-সহকারে, সঞ্চরে সকাশে ॥
 আহা ! কি আশ্রয়প্রদ, নিশি অনুভব :
 কোমুদী প্রকাশে যবে, কুমুদ-বান্ধব ।
 কুমুদিনী কুতুকিনী সরসী-কমলে ।
 গঞ্জিয়া ছলিতে থাকে, মুদিত কমলে ॥
 পেট পুরি পরিমল, পান করি অলি ।
 গুণ গুণ গান করে, সদা কুতূহলী ॥
 গাইছে রাগিণী রাগ, সুমধুর তানে ।
 তাল লয় রসাইছে, তাল লয় দানে ॥
 মরি কিবা রমণীয়, রমণী-রতন ।
 ইচ্ছা হয় হৃদে ধরি, করিয়া যতন ॥
 ভূজিতে বিভব সব, বাঞ্ছা সদা মনে ।
 নারি পুরাইতে আশা, বিভূর বারণে ॥

সমাক্ষেপ—সম্যকরূপে আকর্ষিত ।

শুনি ক্রোধ কহে কথা, সরোষ অন্তর ।
 হীনের প্রবীণ ভাণে, দহে কলেবর ॥
 যেই দিকে করি আমি, সতত চরণ ।
 মনানন্দে মগ্ন তথা, থাকে জীবগণ ॥
 দেখিয়া আশ্রয় কেহ, নাহি করে ভয় ।
 পথ হাতে নাহি সরে, প্রাণে কি তা সয় ॥
 শূণ্যতল সমীরণ, মম সেবা নয় ।
 কুসুম সৌরভ শঠ, সর্ব-স্থানে বয় ॥
 শাসিতে সকলে ক্ষম, স্বমানস ক্রমে ।
 কষ্টে সমাকুল মন, অষ্টার নিয়মে ॥
 কহিতে লাগিল লোভ, লোলুপ প্রকৃতি ।
 বারেক হেরিয়া বস্তু, হয় কি হে প্রীতি ॥
 সুমিষ্ট মিষ্টান্ন চয়ে, সাজান বিপনী ।
 মনে ভাবি সমুদায়, খাইব আপনি ॥
 রসাল রসাল আদি, ফলে নানা ফল ।
 রসিতে মধুর রসে, রসনা বিকল ॥
 বিভব বিলাস যুক্ত, বিশাল ধরণী ।
 অন্যে উদাসীয়া ইচ্ছ, লভিব এখনি ॥
 তূর্ণ সাধ পূর্ণ নহে, শীর্ণ দেহ মন ।
 আশায় ভরসা দানে, রাখিছে জীবন ॥

রসাল—সুরস, আশ্রয় । তূর্ণ—শীঘ্র । প্রত্যহার—পাপ ।

ঘটছে ঘটনা এত, জগদীশ লাগি ।
 ছুঁব না পাছে হই, প্রত্যাবার-ভাগী ॥
 মোহ, মুগ্ধ স্বভাবের, ভাব দরশনে ।
 সম্বোধি করিছে দুষ্ক, নিজ সঙ্গিগণে ॥
 সার তত্ত্ব মত দেখ, জীবগণ সব ।
 দৈবের আরাধে মাত্র, না ভোগি বিভব ॥
 কি ভাস্তি ! সুখদ সর্কে, হইয়া বিরত ।
 কাটি কাল মহাকষ্টে, হইবে নিহত ॥
 পারি ভুলাইতে ভ্রমে, অন্যথা না হয় ।
 নিয়ম কঠিন হেতু, সশঙ্ক হৃদয় ॥
 নদ, ক্ষুদ্র নোহবাকো, কহে সর্ব জনে ।
 মতে মতে মিলিয়াছে, মোহ ভ্রাতা সনে ॥
 ইচ্ছা হয় জ্ঞানশূন্য, হোক জীবগণ ।
 মাতিয়া ককক পাতা, পদবী লঙ্ঘন ॥
 সময় হকক মম, চরণ সেবনে ।
 স্মকক আমার নাম, জীবন মরণে ॥
 বৃহু ভাবে ভাবে পরে, মাৎসর্য্য দুর্মতি ।
 নিয়ত পরের সুখে, দক্ষ মম মতি ॥
 কেন তারা অন্ধ পরে, নানা আভরণ ।
 কেন তারা নিত্য করে, সুখেতে ভোজন

পাতা—রক্ষিতা ।

পদবী—পন্থা, পদ্ধতি ।

রিপু বিহার ।

কেন তাহাদের সঙ্গ, প্রয়াস বিলাসে ।
 কেন তারা বাস করে, শোভাময় বাসে ॥
 এখনি মরুক সবে, এখনি মরুক ।
 নতুবা দুঃখের বাস, সত্বর পরুক ॥
 একাকী করিব ভোগ, এ ভববিভব ।
 নিয়মে নিবাবে ইচ্ছা, না দেখি সম্ভব ॥

বর্ণি দুঃখ-বিবরণ, কুচরিত রিপুগণ,
 করিল সকলে মিলি ধার্য্য ।
 না করিব বিভ্রান্ত, নার যাহা মনে লয়,
 তখনি করিব অনিবার্য্য ॥
 যদি এই ছয় জন, সবে হই এক মন,
 পলকে প্রলয় কাণ্ড হয় ।
 কিসের ঈশের মান, ভাদ্দিব ভাচার ভান,
 না হয় জীবন হবে ক্ষয় ॥
 মহাহুঁষ্ট হুঁষ্ট কাম, পুরে কাম অবিরাম,
 আরামে আরাম লাভ করে ।
 কুহু কুহু পিকরব, প্রফুল্লিত ফুল সব,
 গুঞ্জরে ভ্রমর মঞ্জু স্বরে ॥

আরাম—উপবন, বিশ্রাম ।

মঞ্জু—মনোহর ।

প্রহরণ—অস্ত্র ।

মাতি পরাক্রনা সঙ্গে, অর্ক যাম যাপারকে,
 মনোভঙ্গ নহে কদাচন ।
 লজ্জিল নিয়মচয়, নহি জগদীশ ভয়,
 কখন করে না আরাধন ॥
 বিষম বলিষ্ঠ ক্রোধ, নাই হিতাহিত বোধ,
 ভীমতম প্রহরণ করে ।
 অতি অগ্নি দোষে দগু, সৃষ্টি করে লগুতর,
 জীবের জীবনধন হরে ॥
 হরষিত চিত লোভ, মিটাইল মনঃকোভ,
 পরধন করিয়া ভরণ ।
 যত পায় তত লয়, বঞ্চি জীব সমুদয়,
 হইল বারণ বিস্মরণ ॥
 মোহ, মহামোহ যুত, ভাবে মিলি পঞ্চভূত,
 হইয়াছে সকল সৃজন ।
 মিথ্যা বিভু, নিতা সব, মিথ্যা সত্য অনুভব,
 ভ্রমমাত্র পাতার পূজন ॥
 মাতিল মাদকে মদ, চলিতে চঞ্চল পদ,
 চলিয়া চলিয়া পড়ে অঙ্গ ॥
 যখন যে পথে গতি, আকুলিত জীবমতি,
 পলায় সত্তর ছাড়ি সঙ্গ ॥

তাহা দেখি যুঁহু হানে, কতু কটু ভাবে ভানে,

কখন মারিতে করে আশ ।

ঈচ্ছা যায় অতি ক্রোধে, অক্ট পদগতিরোধে,

তবু নয় কু-আশার নাশ ॥

উদাসিরা জীবদলে, লয় বলে ছলে কলে,

যার যত যতনের ধন ।

নহে প্রভু ভয়ে ভীত, দহিয়া পারের চিত্ত,

মহামুখী মাৎস্য্য দুর্জন ॥

হইরা উস্ত্যক্ত মন, রসাধাসী জীবগণ,

পরমেশে করিল জ্ঞাপন ।

ওহে পিতঃ ! দয়াময়, সংহর সভার ভয়,

বিপদে পতিত পুঞ্জগণ ॥

জানি জীবগণে রিপু, করিছে পীড়ন ।

অনাদি অবিদ্যা ভাবে, তম উদ্দীপন ॥

রজ্জ গুণে আশ হ'ল, বাৎসল্য উদয় ।

আত্মজ উপরে পিতৃ, ক্রোধ স্থায়ী নয়

পালন উপায় সত্ত্ব, গুণে উদ্ভাবন ।

জীবের জঞ্জাল জাল, করিতে খণ্ডন ॥

অবিদ্যা—ব্রহ্মের ভাববিশেষ, মায়া ।

সত্ত্ব, রজ্জ, তম—ব্রহ্মের গুণত্রয় ।

চিস্তিলেন চিস্তামণি, রিপু ছয় জন ।
 মহামোহ মায়া-হৃদে, সম্যক মগন ॥
 অতএব না হইলে, মায়ার মোচন ।
 কদাপি হবে না কেহ, পরিণত মন ॥
 সৃষ্টির অরিষ্ট দৃষ্ট, হবে নিরন্তর ।
 প্রকাশিবে রিপুদল, বল ধরাপার ॥
 সেই হেতু করিলেন, শরীর হরণ ।
 জগত-জনক বিভু, নিত্য নিরঞ্জন ॥
 তদবধি হ'ল রিপু, আকার রহিত ।
 হিতে বিপরীত হবে, জঞ্জাল জড়িত ॥
 হ'বাইয়া দেহ গেহ, না পায় ধরায় ।
 অবগণ মনে লয়, আশ্রয় ত্বরায় ॥
 সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ মানি, মানব নিকরে ।
 দৃঢ় শূল বন্ধ-মূল, প্রশান্ত অন্তরে ॥
 মানসে মিলিত হয়ে, দুই রিপু গণে ।
 রত করে নিয়ন্তার, নিয়ম লঙ্ঘনে ॥
 ক্রোধ বলে মরগণ, করে সদা রণ ।
 ধরতর তরবারে, কধির প্লাবন ॥
 জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব আহা, হ'ল বিস্মরণ ।
 অনায়াসে হাসে মুখে, করিয়া নিধন ॥
 কামের মোহনে মুগ্ধ, মানবনিচয় ।
 কামনা পূরণে নিজ পরাঙ্মুখ নয় ॥

বিলাসিত ললনার, ললিত লপনে ।
 ব্যর্থকাল, নাহি ভাবে, পরমার্থ-ধনে ॥
 লোভের লালসে লোক, লোলুপ সত্তত ।
 প্রভূত বিভব ভুঞ্জে, না হয় বিরত ॥
 যত পার আশা তত, বাসা করে মনে ।
 ধনের বাসনা মাত্র, অশুভ সাধনে ॥
 মোহ-মেঘে আচ্ছাদিত, নর-চিতাধর ।
 সঞ্চারে অজ্ঞানরূপ, তিমির প্রবর ॥
 আশু আবরণ কার, বিবেক-ভাস্কর ।
 দেশ চিন্তা চিত্ত হ'তে, করিল অস্তর ॥
 মদতেজে মত্ত হয়ে, মানস সরস ।
 স্বাধীন হইল নহে, নিয়মের বশ ॥
 দুশ্চিন্ত দুর্দান্ত দুষ্ক, রিপু দুরাচার ।
 ক্রমে ক্রমে পরাক্রম, করিল প্রচার ॥
 সহজে বিজয় করি, মানবের মন ।
 নিজ নিজ অভিমতে, করে নিয়োজন ॥
 স্বভাবতঃ মরগণ, সহায় বিহীন ।
 চিত্ত চপলতা হেতু, দিন দিন ক্ষীণ ॥

১

শম আর দম নামে দুই সহোদর ।
 আইলা অবনি পরে, রক্ষিতে অরক্ষ নরে,
 প্রচণ্ডের চূড়ামণি শাস্ত্র যোধবর ॥
 ভ্রাস্ত্র রিপুকুল তাহে হইল কাতর ॥

২

কিহু তারা দৃঢ় মনে হ'ল একতান ।
 অচির-বিজিত যাহা, ত্যজিতে কি পারে তাহা,
 স্বাধীনতা যাবে বলি বাড়ে অভিমান ॥
 কে ছাড়ে থাকিতে প্রাণ বিজয়-নিশান ? ॥

৩

এমনি মোহিত মর রিপুর মোহনে ।
 অধীনতা সুখভুক, করিয়াছে সবে মূক,
 সর্বদা সৌহৃদ্য-ভাবে বাস তার সনে ॥
 আশা নাই স্বাধীনতা-সুখের মিলনে ॥

৪

সহৃদয় শম দমে প্রক্কা নাহি করে ।
 হইয়া অরাতি বশ, ছাড়িয়া মধুর রস,
 বিরস বিষয়ামোদে ভুলি কাল হরে ॥
 ভুলাইল মরীচিকা কুরঙ্গ-নিকরে ॥

শম—শান্তি-গুণ । দম—দংশন ।
 মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা ।

৫

ষড় ভ্রাতা ষড়যন্ত্র করিল অশেষ ।
 ষিগুণ বাড়িল ঘেষ, সকলেরে দেয় ক্রেশ,
 হৃদয়ে নাহিক মাত্র ককণার লেশ ॥
 নাহি দিল শম দমে করিতে প্রবেশ ॥

৬

দিন দিন মনুজের, মন হীনতর ।
 পতন্ত্র অমূল্য ধন, করিলে যে বিতরণ।
 পুনশ্চ অর্জুন করা বড়ই দুষ্কর ॥
 বহুকাল অন্তর্মিত বিবেক-ভাস্কর ॥

৭

উপদেশ সুসঙ্গীতে সকলে বধির ।
 সহজে স্বায়ত্ত ভার, উভয়ে ভাবিয়া সার,
 সুযোগ সন্ধান করে হইয়া অধীর ॥
 আশা-ফুল নাহি ফুটে হইলে অস্থির ॥

৮

কিন্তু সে বাসনা-বল্লি অচিরে সুখায় ।
 বিফল সকল বল, ক্রমশঃ প্রবল দল,
 অনুচর বহুতর করিল ত্বরায় ॥
 নরকুল-কুলক্ষণ ধূমকেতু প্রায় ॥

মল্লভ—মল্লব্য । অতন্ত্র—অধীন । বল্লি—লজা ।

৯

নভঃস্থলে তেজোরশি প্রতাকর ভায় ।
 ক্ষণ বিচরণ করি, কমনীয় কার ধরি,
 অতিক্রমি ক্রমে ক্রমে আইল ধরায় ॥
 সহসা শোভিল রসা বিশুদ্ধ বিভায় ॥

১০

বিমল বিজ্ঞান দাতা পূত জ্ঞান নাম ।
 নাহি আদি বৃদ্ধি ক্ষয়, ত্রেক প্রতিবিশ্ব হয়,
 শিবময় ত্রেকলোকে সদা তার ধাম ॥
 অবশ্য রিপুর বল হইবে বিরাম ॥

১১

উল্লাসিত শম দম পিতৃ-আগমনে ।
 সন্তমে বাহির হয়ে, পদরেণু শিরে লয়ে,
 সমাচার শুনাইল বিষাদিত মনে ॥
 সান্ত্বনা বচনে জ্ঞান তোষে পুলকগণে ॥

১

পলকে পশিল নর-হৃদয় বিবরে,
 চকিতে সঞ্চারে তথা আলোক চপল ;
 যথা ইরশ্বদ-দ্যুতি মেচক অন্বরে,
 কিন্তু ক্ষণ-স্থায়ী নহে, রহিল অচল ।

ইরশ্বদ—বিদ্রোহিণী । মেচক—অন্ধকার

২

জ্ঞানের সমতা নহে রত্ন রাজী-ভায়,
বিদুর হইবে গুণে বিদুরজ মনি ;

খনির গর্ভেতে মনি অঙ্গারের প্রায়,
জ্ঞান-মনি আলা করে মন-রূপ খনি ।

৩

অকণ-কিরণ মাত্র বাহ্য-তম-হর,
পাশিতে না পারে কভু কাহার অন্তরে ;
কিন্তু এ জ্ঞানের জ্যোৎস্না, খর, সুধাকর,
প্রবেশি উজ্জলি দেহ, শিথ-গুণ ধরে ।

৪

চন্দ্রমার রজঃ-কাশি শাস্তিদ নিশ্চয়,
কিন্তু বিকাশিতে নারে কমল-মুকুল ;
জ্ঞানের কোমুদী যবে বিস্তারিত হয়,
পুলকে ফুলিত হৃদি-রাজীব বিপুল ।

৫

এবে শম দম দৌছে সুযোগ পাইল,
(অরাতি-বিরতি-আশা, ফলবতী হবে) ;
স্বর্গীয় শুরের সঙ্গে সত্বর মিলিল,
পরম্পর সাহায্যেতে বলীয়ান সবে ।

ভা—দীপ্তি । বিদুরজ—ঐবদূর্য্য মনি
হৃদি-রাজীব—মন-রূপ পদ্ম ।

৬

নাৰুদ সহিত যথা অনল মিলিলে,
সহসা জ্বলিয়া উঠে, ভীষণ আকারে ;
আগুন দ্বিগুণ চণ্ড হয় এক তিলে,
তেমনি তেজস্বী তিনে মিলি একাধারে ।

৭

কাঁপিল রিপুর দল আতঙ্ক-শীকরে,
জ্ঞানিল বিপক্ষ-বল সহনীয় নহে ;
দীপাবলি কাঁপি কাঁপি যথা বায়ু ভরে
ইতস্ততঃ অবনত, স্থির নাহি রহে ।

৮

প্রতাপী আতপে যথা তারকা নিকর,
হীন-দীপ্তি, স্তানমুখ, মিট মিট করে ;
তেমনি জ্ঞানের বিভা হ'ল ক্লেশকর,
প্রভাব রহিত রিপু, দুঃখে কাল হরে ।

৯

গোপনে রহিল নর-শরীর মাঝারে,
সুযোগ পাইলে সবে বাহিরায় ক্রমে ;
দিবসে লুকায় যথা উলূক আন্ধারে,
রজনীর সমাগমে ইচ্ছামত ভ্রমে ।

শীকর—জলকণামিশ্রিত বাতাস ।

উলূক—পেচক ।

১০

শিথিল-সতর্ক যবে জ্ঞান পুত্র সনে,
 বিবশ রিপুর দল প্রকাশ তখন ;
 তঙ্কর নিবাসে যদি পল্লি-প্রান্ত-বনে,
 নির্ভয়ে থাকিতে কেহ পারে কি কখন

১১

একান্ত বিরক্তমনা শম দম ধীর,
 নিশ্চল দুর্দান্ত দলে নিকাসন বিধি ;
 নতুবা নিয়ত নরে করিবে অস্থির,
 হারায়ে অমর-প্রিয় মর জ্ঞান নিধি ।

১২

এতেক চিন্তিয়া দৌছে দমি রিপু-বল.
 (যথা করি-অরি হরি করি-যুথ দমে,
 ঠৈরব আরবে তার সকলে বিকল,)
 শরীরি-শরীর হ'তে তাড়াইল ক্রমে ।

১৩

তাড়িত হইল যদি শম দম বলে,
 জীব-কুল দুঃখ-মূল দুই রিপুগণে ;
 আনন্দ-পীযুষ-হৃদে মগ্ন মর-দলে,
 শাস্তি-সুখে সদা সুখী জ্ঞানের পূজনে ।

পীযুষ-ভ্রদ—অমৃত-স্রোত

১৪

ছাড়িয়া সত্বরে এবে অমরের দেশ,
স্বামী পুত্র বিরহেতে অধীর অন্তরে,
আইলা “সুমতি” সতী করিতে উদ্দেশ,
না জানি কি ঘটিয়াছে পার্থিব-সমরে ।

১৫

অদূরে দেখিলা মতি জ্ঞান-জয়কেতু
“প্রসাদ”, মানস-তোষ, জীব-মূলক্ষণ .
প্রাবিত সুখের স্রোত তাকি দুখ-সেতু,
ক্রমে ক্রমে উপনীত জ্ঞানের সন্দন ।

১৬

আনন্দে তাসিলা জ্ঞান, সোহাগে সম্ভ্রামি
বসাইলা মর মন চাক সিংহাসনে ;
সত্ত্বমে প্রণামে পরে শম দম আসি,
ভুবিলা হুজনে মতি স্বেহ-আলিঙ্গনে ।

১৭

অজস্র আনন্দ-অশ্রু মতির নয়নে
ঝরিতে লাগিল, বধা বরিষা-সময়,
ঝর ঝর ঝরে বারি আকাশ-বদনে
মেঘময়,—কিন্তু তাহা শোভার নিলয় ।

সুমতি—সদিচ্ছা ।

পার্থিব—পৃথিবী-সংক্রান্ত ।

১৮

কতক্ষণ পরে মতি বাপ্প সম্বরিলে,
 কহিতে লাগিল। স্নেহে আশিষি তনয়ে ,
 তাঁহার প্রসাদে পুত্র,—বিজয়ী হইল
 ঘাঁহার রূপায়,—থাক চির সুখী হয়ে ।

১৯

পরে সতী পতি প্রতি কটাক্ষ করিয়া
 জিজ্ঞাসিল। কুতূহলে বারতা সকল ;
 (পড়িল সুধাংশু হ'তে উখলি অমিয়া,
 জ্ঞানের অবগ-যুগ-চকোর পাগল)

২০

একে একে শত্রুদল-নাম উচ্চারণ,
 আকৃতি, প্রকৃতি, বল, অত্যাচার যত.
 বলিল। যেমন দুখে ছিল জীবগণ,
 যেক্রমে তাড়িত রিপু প্রভাব বিগত ।

২১

শিহরি কহিল। সতী পতি সম্বোধনে,
 (কম্পিত ভয়েতে যথা শজাক চকিত,)
 শত্রু'এল এল যেন হইতেছে মনে,
 যাই আমি স্বর্গে পুন না হ'তে অহিত ।

আশিষি—আশীর্বাদ করিয়া । অমিয়া—সুখী ।
 প্রসাদ—প্রসন্নতা ।

২২

আশ্বাসি কহিলা জ্ঞান, কি ভয় তোমার
রিপুকুলে প্রিয়তমে ! আসিবে কেমনে
তারা, মম দেহ-জ্যোতি সহনে যে ভার
শত্রু-পক্ষে, থাক প্রিয়ে ! সদা সুস্থ মনে

২৩

তবু কি অরাতি-ভয় হ'ল না বিগত,
জানি বামা-কুলে আমি সহসা সভয়
অলোক ঘটনা ভাবি, অনুতাপে রত ,
এখনি করিব তব আশঙ্কা বিলয় ।

২৪

আদেশিলা শম দমে,—ডাকিয়া সত্বরে
সুধীর “সাধনে” হেথা, রক্ষিতে এ পুর
সারিধানে বল তারে, আসিতে ভিতরে
যেন নাহি পারে কভু রিপু-কুল জর ।

২৫

পিতার নিদেশে দৌছে ডাকিয়া সাধনে,
কহিলা সকল কথা বিশেষ করিয়া :
প্রতিজ্ঞা করিলা বলী আদেশ পালনে,
রক্ষিতে লাগিলা পুর সতর্ক হইয়া ।

২৬

সাধন,—প্রশান্ত মূর্তি পাপ তাপ হর,
 কামদ, স্বখের মূল, ধার্মিকের প্রাণ ;
 শাস্তি-বিধায়ক সদা স্বজন ভিতর,
 অথচ বিপক্ষ পক্ষে রাক্ষস সমান ।

২৭

ভাবিতা “কুমতি” এবে রিপু-বিলাসিনী,
 (ব্যস্ত সর্ব জীব যার আদেশ পালনে,
 ছয় জন মোহাগে যে ছিল প্রমোদিনী,
 প্রিয়-হীনা পলাইল বিদূর বিজনে ।

রিপুদল ছুরাচার, কদাচারে রত ।
 নিষম বিলাসি-মতি, না হয় বিগত ॥
 প্রভূতা প্রভূত মান, করেছে প্রয়াণ ।
 তাহাতে তাড়িত হয়ে, মনে অভিমান
 বিশক্ক বিপক্ষগণ, বলিষ্ঠ প্রধান ।
 সহজ “ত” নয় ভাবী, বিজয় বিধান ॥
 কেমনে এমন ধনে, হইবে বিরত ।
 অচির-উদিত-ভানু, চির-অস্তগত ॥

সাধন—কার্য্য-সমাধানোপায় ।
 কামদ—অভিলাষপ্রদ । কুমতি—অসদিষ্টা
 প্রমোদিনী—প্রকৃষ্ট-হর্ষ-মুক্তা ।

বাসনা বিরোধ হেতু, বিরোধীর সনে ।
 ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে ॥
 অস্তুরে আতঙ্ক কিন্তু, ইচ্ছা একতর ।
 স্বভাব নিবাস করে, সকল উপর ॥
 নিষঙ্গী নিশাদ যদি, হয় যোগিবর ।
 হরিণ হেরিলে হবে, চঞ্চল অস্তুর ॥
 এখন তাহার মন, ঈশ্বরে যোজিত ।
 অগ্নের অভ্যাগ্নে কিন্তু, অস্তুর চকিত ॥
 মানস কলুষ ভাব, করিলে ধারণ ।
 সম্যক্ বিমল তাহা, না হয় কখন ॥
 স্বভাব শোধন করা, অতীব দুষ্কর ।
 তাড়নায় কতু নয়, ত্বরিত অস্তুর ॥
 বরঞ্চ তাহাতে ঘটে, বিপরীত ফল ।
 না হইয়া তিরোহিত, ক্রমশঃ প্রবল ॥
 সময়েতে উপদেশ, যদি প্রাপ্ত হয় ।
 ক্রমেতে হইতে পারে, দুর্ঘতির ক্ষয় ॥

বডবর্গ বিমর্দিত, জ্ঞানবলে ।

পরহিংসানলে মনে, বহি জ্বলে

চির অস্ত্রাচলে গত, বাল-রবি ।
 অচিরে তিমিরাবৃত, মুক্ত-ছবি ॥
 তাহাতে অবমাননা, সহ্য নহে ।
 প্রতিহিংসা হেতু মতি, ব্যগ্র রহে ॥
 সকলে সদলে মিলি, দস্ত ভরে ।
 নিজ বিশ্বজয়ি-জোর, শ্লাঘা করে ॥
 কষণী, রসনা ঘষি, কড় কড়ে ।
 ধূত দেহ, যথা তরু, ঘোর ঝড়ে ॥
 ক্রুর ক্রোধ কথা কহে, কষ্ট মনে ।
 তাহে ভীত মতি অতি, শিষ্ট জনে ॥
 ধরনী-তলে কে হেন, বীর্য্য ধরে ।
 নিকটে আসিয়া মম, দ্বন্দ্ব করে ॥
 অকণ, বকণ, যম, জিত রণে ।
 রিপুদল পলাইবে, ভীত মনে ॥
 রবি-রশ্মি সম তেজ, তীক্ষ্ণ ধরি ।
 পলকে পশিব বপু, ভেদ করি ॥
 কার দাপ হেন মম, তাপ সহে ।
 আহবে রহিবে কোন, বীর অহে ? ॥
 চকিতে চালিতে পারি, ভুজ-বলে ।
 অটল অচলে দূর, সিদ্ধ-জলে ॥

বাল-রবি—নবোদিত সূর্য্য ।

ধূত—কম্পিত । আহব—যুদ্ধ ।

প্রলয়ে বিলয়ে শিব, ভীষ্ম যথা ।
 হেরিবে সকলে আমি, ভীষ্ম তথা ॥
 একতান মনে মম, বাক্য ধর ।
 সবে প্রাণপণে ঘোর, যুদ্ধ কর ॥
 নহে হে ! ইহাতে অমু, নাশ হবে ।
 ধরনী উপরে ইথে, কীর্তি রবে ॥
 যদি আশা পুরে চির, বাস হুখে ।
 সবে যুদ্ধ কর স্মরি, পূৰ্ব্ব হুখে ॥

ক্রোধের কুলিশ-বাক্যে, করি প্রতিবাদ ।
 কাম কহে কেন মিছা, ঘটাবে প্রমাদ ॥
 সহসা করিতে কার্য্য, যুক্তিযুক্ত নয় ।
 হিত না হইয়া তাহে, বিপরীত হয় ॥
 দুই যোধ প্রাণপণে, যদি করে রণ ।
 অবশ্য তাহাতে হবে, একের নিধন ॥
 সংশয় বাহার ফলে, নাহিক নিশ্চয় ।
 তাহাতে নির্ভর করণ, উচিত না হয় ॥
 তবে যদি আর কিছু, না থাকে উপায় ।
 অগত্যা ভাবিয়া ল'বে, করণীয় তায় ॥
 বিশেষ বিপক্ষগণ, নহে যে দুৰ্ব্বল ।
 বৃথা আশ্ফালন শেষে, হইবে নিষ্ফল ॥

অমু—প্রাণ ।

কুলিশ—বজ্র ।

মরণ কর হে জ্ঞাত ! অরাতির কার্য্য ।
 নির্কাসিল ক্ষণমাত্রে, হয়ে অনিবার্য্য ॥
 উত্তরিল ক্রোধ শুনি, ক্রোধের বচন ।
 না পারি হইতে আশ্র, ক্রোধ বিস্মরণ ॥
 বেরূপ দিয়াছে দুঃখ, দুঃখ অরিগণ ।
 ভুলিতে পারিব কি হে, হইলে মরণ ?
 মান-হীন জীবনের, নাহিক গৌরব ।
 মরণ মঙ্গল যদি, ভুঞ্জে সে রৌরব ॥
 দলিত কুসুম-দল, হীন-পরিমল ।
 আদর করিয়া থাকে, কে কোথায় বল ॥
 সাহসে করিয়া ছুর, কর সবে রণ ।
 অবশ্য বিপাক-পাক, পাইবে নিধন ॥
 আক্রমিতে শত্রুদলে, যদি কর তর ।
 একাকী ঘাইব আমি, পরাঙ্মুখ নয় ॥
 ইরষ্যে তুচ্ছ ভেজে, অরাতি ভিতর ।
 পাশিয়া বাশিব সবে, দেখিবা সত্তর ॥
 উপলক্ষ মাত্র থাক, আত্ম-রক্ষা করি ।
 কিল্লপ কোশলে আমি, মারি দেখ অরি ॥
 সন্তুনা বচন কাম, কহে ক্রোধ প্রীতি ।
 একান্ত অধীর হওয়া, বাল-বুদ্ধি অতি ॥

রৌরব—মরক ।

বাক্য ধর, যুক্তি কর, কামনা পূরিবে ।
 যুদ্ধে পরাজিত হ'লে, জগত হাসিবে ॥
 হতাশ হইয়া শেষে, বিরস অন্তরে ।
 ফিরিতে হইবে পুন, অতিমান-স্তরে ॥
 অথবা জীবন নষ্ট, কষ্টভোগ মার ।
 বাঁচিলেও আশা-হীন, প্রাণ ধরা ভার ॥
 কোন কার্য সাধ্য নহে, করিলে কৌশল
 সকল বলের মধ্যে, বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বল ॥
 “বুদ্ধিৰ্যস্য বলং তস্য”, মহাজন-উক্ত ।
 অশক সংহারি সিংহে, অনায়াসে মুক্ত ॥
 সেরূপ চাতুরী যদি, ঘটে না ঘটিল ।
 জুটিলে অমৃত কড়ু, বিজয়ী নহিল ॥
 অতএব দেখ ভ্রাতা ! বুদ্ধির প্রভাব ।
 সকল সম্পূর্ণ যাছে, না থাকে অভাব ॥
 এমন উপায় ছাড়ি, রৌষ-পরবশে ।
 করিলে ভীষণ পণ, অশুভ পরশে ॥
 অনুমোদি কাম-বাক্য, অন্য রিপুগণ ।
 ক্রোধের করেতে ধরি, করিল বারণ ॥
 পরে সবে সমবেত, অতি শাস্ত মনে ।
 শত্রুর সংহার-বুজি, আশু উদ্ভাবনে ॥

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের প্রথম উপাখ্যান দেখা ।
 অনুমোদি—অনুমোদন করিয়া ।

রিপুদল বসি, ভাবিছে সবে ।
 বিপক্ষ বিনাশ, কেমনে হবে ॥
 সারযুক্ত উক্তি, যুক্তির ছলে ।
 শোধিতে উপায়, তর্কের বলে ॥
 বিষম বলিষ্ঠ, অরাতিকুল ।
 অবনি উপরে, না হেরি তুল ॥
 সমূলে সংহার, সংগ্রামে হয় ।
 আমাদের বলে, সম্ভব নয় ॥
 সকলে সতর্কে, কৌশল করি ।
 প্রতিজ্ঞা পূরণে, মারিব অরি ॥
 এক জনে লই, কার্যের ভার ।
 সকলে সাহায্য, করিব তার ॥
 নতুবা উপায়, শিথিল হ'বে ।
 বাসনা পূরিবে, কেমনে তবে ॥
 সঙ্কেতে শূনিয়া, শত্রুর দল ।
 সতর্ক হইলে, বৃথা সকল ॥
 কাম কহে আর, সময় নাই ।
 এই স্থির, আমি, আগেতে যাই
 তোমরা সকলে, সুযোগ-ক্রমে ।
 সাবধান হয়ে, আইস ক্রমে ॥

উপদেশি সঙ্গিগণে, চপলা গমনে
 চলিল। চতুর কাম, স্বকাম সাধনে
 সাবধানে, চোরবেশে ;—নিবাদ যেমন
 উদ্ভুঙ্গ উদ্ভিদ-শিরে করে আরোহণ
 নিঃশব্দে, হরিতে আছা ! শাবক রতন ;
 না জানে বিহগমাতা শত্রু আগমন ।
 দেখিল। বাইয়া তথা, করিছে ভ্রমণ
 রক্ষোবেশে পুররক্ষী অসম “সাধন”
 সতর্কে,—নির্ভয় জীব তাহার প্রসাদে !
 যথা, যবে লক্ষ্যপূরে ডুবিল। বিবাদে
 মাকতি, মকত-গতি লজ্জি রত্নাকরে,
 (উচ্ছ্বসিত ফেনরাশি তরঙ্গ উপরে,
 কল্লোল অগ্নরে উঠি বায়ুবলে, জলে
 আকর্ষি পাতিছে সর্ষ নভচর-দলে,)
 আশা নারাবিনী-বাণী শুনিয়া শ্রবণে,
 ভুচ্ছ করি সর্ষক্ৰেশে, কীর্তির ভবনে
 বিশ্রাম লভিতে চির ;—দেখি চমকিলা
 চামুণ্ডার চণ্ডমূর্তি, বেগধু, রোখিলা

চপলা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ । পাতিছে—অধঃক্ষেপণ করিতেছে ।

ভুঙ্গ—অত্যাচাৰ ।

চামুণ্ডা—কালী ।

মাকতি—পবনপুঞ্জ, হুন্সুমাছ ।

বেগধু—কম্পন ।

মকত-গতি—বায়ুর ন্যায় গমনশীল ।

ভীমনাভ-প্রসবিনী বীর-কণ্ঠ স্বাসে ।

তেমনি “সাধনে” হেরি কাম কম্প আসে ।

কিন্তু কি হতাশ কভু যুক্তি-বলী জন
পড়িলে বিপদে ? আশু করি উদ্ভাবন
সুউপায় যুক্তিবলে, মুক্ত অনায়াসে ।
দাসী-বেশে উত্তরিল “মতির” সকাশে ।--

যেন পার্থ ছদ্মবেশে বিরাট-ভবনে
গেলা বৃহন্নলা-রূপে, বদ্ধ আত্ম-পানে :
পাশায় হারিলা যবে শকুনি-কুহকে
সুস্থিতির ধর্ম-ধাম ।—মা, বলি পুলকে
ককণ্ঠে ডাকিলা কাম, অমনি গলিল
আনন্দে “সুমতি” মন, স্নেহে উত্তরিল :
ললনা-কুলের হৃদি বৎসল আধার ।
ধর্ম সাক্ষী করি তৈল পোষণের ভার ।

রহিল সুযোগে কাম সুমতি-সদনে,
জীবদল দেহে, কিন্তু সচকিত মনে ;
যটিবে জঞ্জাল যদি জ্ঞানে শত্রু কেহ,
শাস্তি দিয়া ছাড়াইবে মর-দেহ গেহ ।
রহিল চতুর সদা সুমতি সকাশে,
তুঝিল আদেশ পালি :—কর্তা প্রীত দাসে,

পার্থ—অর্জুন ।

গেহ—আবাস-ভবন ।

ইঙ্গিতে অনুজ্ঞা যদি করে সে পালন ।
 ভুলি স্থানান্তরে কাম না করে গমন ।
 সত্বরে হইল বশ কাম উপাসনে
 স্মৃতি সরলমনা, জানিবে কেমনে
 অরতি দুহিতা-ভানে প্রবেশি নিবাসে
 কৌশল করিছে সদা স্বজন বিনাশে ।
 বুঝিল চাতুরী কিন্তু শম দম ধীর
 নিরখিয়া ভাব ভঙ্গি, হইল অস্থির
 ক্রোধে, শাসিতে বাসনা :—গৃহিনী সন্তোষ
 যে দাসীর প্রতি, কোথা পুরবাসী রোষ
 স্পর্শিতে তাহারে পারে ;—বিনষ্ট সকল
 দুর্জন-দমন-আশা, উদ্যোগ বিফল ।

১

অনুতাপি শম দম বিরত হইল ।
 যদিও বিরাগ মনে, জননী-সন্তোষ জনে,
 অগত্যা আত্মীয় বলি, ভাবিতে লাগিল ॥
 না করিল আর কভু, দমন উদ্যোগ ।
 “স্মৃতি” সন্তুষ্ট কামে, বুঝি জীবগণ ।
 সকলে একান্তমনে, শুভ ভাবি তার সনে,
 প্রমোদে লাগিল কাল, করিতে ক্লেপণ ॥
 বিলাস আসিয়া ক্রমে, দিল তাহে যোগ ॥

২

শ্রেষ্ঠ কুল নর বাঞ্ছা, বিলাসেতে নীত ।
 যন্দতক-বীজচয়, দৈবাৎ পড়িলে হয়,
 কর্ণিত উর্ধ্বর ভূমে, আশু অকুরিত ॥
 তাই কি শিক্ষিত মনে কলুষ সঞ্চার ।
 তুলিয়া সকলে আহা ! কামপ্রলোভনে ।
 বিলাসের অনুচর, হয়ে মুগ্ধ নিরস্তর,
 মাতিল মানবকুল, আগর সেবনে ।
 বিরাগে ঘটিল তাহে, জ্ঞানের বিকার ।

৩

ছিদ্র অশ্বেষক মদ, স্নযোগ বুঝিল ।
 সীধু সহ সংমিলিত, হয়ে সর্ধ-অলঙ্কিত,
 মানব-হৃদয় মাঝে, সহজে পশিল ॥
 নলের শরীরে যথা, কলির প্রবেশ ।
 প্রবেশি দেখিল কামে, মহিলার বেশে ।
 বুঝিল চাতুরী বলে, মোহিয়া অরাতি-দলে,
 জীব সবে অনুগামী, করিয়াছে শেষে ॥
 নাহি কার হৃদয়েতে, সন্দেহের লেশ ॥

বিলাস—আমোদ ।

কর্ণিত—চর্চিত, চাষ করা ।

আগর ও সীধু—মদ্য ।

মোহিয়া—মুগ্ধ করিয়া ।

৪

জাতৃ-সমাগমে কাম, নির্ভয় হইল ।
 দ্বিগুণ উৎসাহ ভরে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে,
 মদের সংযোগ সবে, বিকল করিল ॥
 আসব কি এই হেতু, খ্যাতি মদ বলি ।
 কেন আসবের নাম, মদ নাহি হবে ?
 মদ যে তাহার সঙ্গে, শম অঙ্গে পশি রঙ্গে,
 অাচস্থিতে হৃদি-মাঝে, মজাইল সবে ॥
 আসবে তাহার গুণ, সংযুক্ত সকলি ॥

৫

আসব প্রভাবে সবে, বিভোর দেখিয়া ।
 ক্রমে আর চারি জনে, শটনঃ পদ-সঞ্চারণে,
 মিলিতে সোদর সনে, উপস্থিত গিয়া ॥
 দেখিল মাদক-বেশে, মদের বিহার ।
 একান্ত ভুলেছে লোক, কামের ছলনে ।
 স্মৃতি স্তিমিত তার, শম দম শীর্ণপ্রায়,
 আদরে মদের পূজা, হৃদয়-সদনে ॥
 আছে কি না আছে তথা, জ্ঞানের সঞ্চার ॥

৬

জাতৃগণ আগমনে, মদ উল্লাসিত ।
 সর্ব জনে সূমাদরে, স্নেহ আলিঙ্গন করে,
 শটনঃ—অক্রত । স্তিমিত—আক্র । সদন—গৃহ।

শুভ দিন সমাগমে, আনন্দে গলিত ॥
 অবিলম্বে কাম আসি উপনীত তথা ।
 দেখি কামে চারি জন, সন্ত্রমে সন্তাষি,
 হাসি দুই হাত ধরি, বলিল বিনয় করি,
 ভাল ভুলায়েছ সবে, কোশল প্রকাশি ॥
 'মোহিনী অম্বরগণে, ভুলাইল যথা ॥ *

৭

কহিতে লাগিল কাম, সজল নয়নে ।
 করিয়া কষ্টের শেষ, আশা পূর্ণ অবশেষ,
 এই বেশে প্রবেশিয়া, শত্রুর সদনে ॥
 এবে দেখ নরচর, মম আঞ্জাধীন ।
 স্মৃতি স্নেহেতে মুগ্ধ, সদা আছে বেশে ।
 শম দম বল-হীন; জ্ঞানের ভরসা ফীণ,
 দেখিয়া সকলে প্রীত, আসবের রসে ॥
 সোদর মদের বল, বৃদ্ধি দিন দিন ॥

৮

এতেক বলিয়া কাম, নিরব হইল ।
 কহিতে লাগিল সবে, ছাত-রক্ত বল কবে,
 অশেষ আগ্রাস ভিন্ন, কোথা কে পাইল ?
 সার্থক এখন তব, শিষণা-কোশল ।
 এইরূপে করে তারা, প্রিয়-আলাপন ।

* সমুদ্রমন্ডনের পরে । শিষণা—বুদ্ধি ।

সম্রমেতে জীবগণে, আগন্তু সকল জনে,
উপাস্য দেবতা ভাবে, করিল পূজন ॥
একেবারে তিরোধান, শম দম বল ॥

১

হইল জীবের বপু, রিপুর আবাস ।
জ্ঞান বিনিময়ে সদা, জন্মের আভাস ॥
মোহিত হইল মন, কামের মায়ায় ।
পশিল পলাশে অলি, মধুর আশায় ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

২

কোথা জ্ঞান,—কোথা গেলে, বল এ সময়
তোমার পালিত নর, পাপে হয় ক্ষয় ॥
পুন কি হে ত্রলোকে, করেছে প্রয়াণ ।
রিপু-সহবাস ভাবি, বিষন্ন সমান ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ॥

তিরোধান—অন্তর্ধান, লুপ্তায়িত ।

আভাস—দীপ্ত, প্রতিবিম্ব ।

আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

৩

যদি তাহা সত্য হয়, কেমনেতে গেলে ।
সুশীলা “স্মৃতি” সতী, রিপু-করে ফেলে ॥
যদি বল শম দম, করিবে রক্ষণ ।
কিরূপে পারিবে তারা, কিশোর দুজন ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

৪

প্রথমে যখন তারা, এখানে আইল ।
রিপুতকে দেহি-দেহে, পশিতে নারিল ॥
সাহসী হইয়া দৌছে, তব আগমনে ।
প্রবেশি শাসিল গারে, বলী রিপুগণে ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

কিশোর—বালক । তৎ—প্রভাব

৫

তোমায় না দেখি এবে, উচাটন হবে ।
 রিপুর বিপুল দাপে, সভয়েতে রবে ॥
 আর কি করিবে তারা, বিজয়প্রয়াস ।
 হয় 'ত' দ্বরিত হবে, দুজনার নাশ ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
 রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

৬

বিরক্ত হইয়া যদি, "সুমতির" প্রতি ।
 ছেড়ে থাক সহবাস, মনোদুখে অতি ॥
 সময়েতে উপদেশ, কেন নাহি দিলে ।
 সরলারে চিরদুখে, তুমি 'ত' ফেলিলে ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
 রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

৭

যদি তুমি গোপনেতে, থাক এই ধানে ।
 (কিন্তু এই কথা মম, মনে নাহি মানে ॥)

তুমি জ্ঞান তোমার কি, এই ভাব সাজে ।
 হাসিবে এ কথা শুনি, সুরের সমাজে ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
 রিপুর প্রভাব বাহে, একেবারে যায় ॥

৮

শম দম কেন দৌছে, নিশ্বেজ হইলে ।
 না বুদ্ধিগ্না পরিণাম, বিপদে পড়িলে ॥
 চিনিয়াও না করিলে, রিপু-প্রতীকার ।
 তাই 'ত' অরাতি-বল, হইল প্রচার ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
 রিপুর প্রভাব বাহে, একেবারে যায় ॥

৯

বদি বল জননীর, আদরের জনে ।
 করিবে অমতে তাঁর, শাসন কেমনে ॥
 রিপুর চাতুরী যত, বলিলে বিশেষ ।
 কামে কি হইত আর, ককণার লেশ ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ॥

আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ।
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

১০

এখন ভীষণ ভাব, ধর এক বার ।
স্বলে সাধন কর, শত্রুর সংহার ॥
তোমরা শূরের পুত্র, বীর দুই জন ।
কেন যে গোপনে আছ, না বুঝি কারণ ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

যদি বল আছ গুপ্ত, সুযোগ আশায় ।
লুপ্ত অ-কারের দায়, কি ফল তাহায় ॥
নাম মাত্র শম দম, কোথা তার কার্য ।
আর কি করিবে শেষে, হ'লে অনিবার্য ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

১০

নারিলে স্মৃতি সতী, যুঝিতে তখন ।
 কীর দিয়া আশীর্ষবে, করিলে পোষণ ॥
 শাবক জঠরে ধরি, কর্কট নিধন ।
 কামুক কামের হাতে, তোমার তেমন ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়
 রিপুর প্রভাব যাছে, একেবারে যায় ॥

১৩

হারিয়েছ প্রিয়পতি, জ্ঞান সহবাস ।
 কি সাহসে রিপুবাসে, করিছ নিবাস ॥
 ক্রমশে নশনে দেখি, পুন্দের নিধন ।
 শোক-শরে দগ্ধ-দেহ, করিবে ধারণ ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়
 রিপুর প্রভাব যাছে একেবারে যায় ॥

১৪

ধরম-দুহিতা প্রতি, করিছ মমতা ।
 হবে কি তাহারে দেখি, দুখের শমতা ॥

দলিবে তোমা'রে পদে, 'কুমতি' আসিয়া ।
 নয়নের জলে বাবে, বদন ভাসিয়া ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ॥
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
 রিপু'র প্রভাব যাহে, একে বারে যায় ॥

১৫

এখনি প্রস্থান কর, পুলকণে লয়ে ।
 চিরসুখ-স্বর্গ-ধামে, ত্বরান্বিত হয়ে ॥
 সম্প্রতি বঞ্চিত হয়ে, তব সহবাসে ।
 আনন্দে পাকিব পুন, প্রাপণের আশে ॥
 বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায় ।
 কে আর রাখিবে জীব, এ বিষম দায় ।
 আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
 রিপু'র প্রভাব যাহে, একে বারে যায় ॥

বিনা সেই পরমেশ কারণ কারণ,
 কে আর করিতে পারে কারণ বারণ ;
 নিখিল-ভারণ জিনি জনম মরণ,
 অশ্রুত হরণে তাঁর চরণ স্মরণ ।

রিপু-বিহার এস্থ সমাপ্ত ।

